সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
প্রধান কার্যালয়
৩৩, দিলকুশা বা/এ, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

এস.আর. ও নং-..... :- Insurance Corporations Act, 1973 (Act VI of 1973) এর section 31 এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে নিম্নরূপ প্রবিধানমালার সংশোধন প্রণয়ন করিল, যথাঃ---

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রয়োগঃ--- (১) এই প্রবিধানমালা 'সাধারণ বীমা কর্পোরেশন গৃহনির্মাণ অগ্রিম প্রবিধানমালা, ২০০৫ সংশোধন' নামে অভিহিত হইবে।

৩। গৃহনির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদানঃ-

(১) (খ) তৈরীকৃত বাড়ী ও ফ্লাট ক্রয়;

৪। গৃহনির্মাণ বাবদ অগ্রিম ঋণ প্রদানের শর্তঃ-- (১) গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং নির্ধারণের ক্ষেত্রে সমগ্র বাংলাদেশকে এলাকাভিত্তিক নিম্নোক্তভাবে ভাগ করিতে হইবে যথা-

(i) সকল বিভাগীয় শহর/সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকা/ঢাকা, নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার সকল পৌর এলাকা, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, আশুলিয়া ও সাভার থানার আওতাধীন নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন উন্নত এলাকা এবং অন্যান্য জেলা সদর/জেলা সদরের পৌর এলাকা;

(ii) উপজেলা সদর/থানা সদর/পৌর এলাকা এবং নাগরিক সুবিধা যেই এলাকায় বাড়ি নির্মাণ করিবেন সেই এলাকায় নির্ধারিত গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের সিলিং এর আওতায় অগ্রিম প্রদেয় হইবে।

৪(১)(ঘ) পূর্ণ সিলিং প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ঋণ প্রদানকালীন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা বা কর্মচারীর চাকুরির মেয়াদ কমপক্ষে ৩(তিন) বছর অবশিষ্ট থাকিতে হইবে;

৪(১)(ঙ) -বিলুপ্ত

৪(৩) স্বামী/স্ত্রী উভয়েই কর্পোরেশনে কর্মরত থাকিলে একই জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের বিপরীতে উভয়কে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে না। তবে পৃথক জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাটের বিপরীতে উভয়কে পৃথকভাবে অগ্রিম মঞ্জুর করা যাইবে।

৪(৬) অত্র কর্পোরেশনের কোন কর্মচারী অন্যত্র প্রেষণে থাকাকালীন সময়ে কর্পোরেশন হইতে এই নীতিমালার আওতায় অগ্রিম পাইবার যোগ্য হইবেন।

৫। গৃহনির্মাণ অগ্রিম বাবদ প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ইত্যাদিঃ-- (১) কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম বাবদ প্রদেয় ঋণের পরিমাণ জাতীয় বেতন স্কেল ও পদমর্যাদা ও এলাকা ভেদে নিম্নে উল্লিখিত সিলিং এর সমপরিমাণ হইবে, তবে এই অগ্রিমের পরিমাণ জমির প্রকৃত মূল্য এবং বাড়ি নির্মাণ ব্যয় বা মূল ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইবে না।

ক্রঃ নং	জাতীয় বেতন স্কেল- ২০১৫	গৃহনির্মাণ অগ্রিম সিলিং	
		সকল বিভাগীয় শহর/সিটি কর্পোরেশন/মেট্রোপলিটন এলাকা/ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার সকল পৌর এলাকা, ঢাকার কেরানীগঞ্জ, আশুলিয়া ও সাভার থানার আওতাধীন নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন উন্নত এলাকা; অন্যান্য জেলা সদর/জেলা সদরের পৌর এলাকা	উপজেলা/পৌরসভা ও নাগরিক সুবিধা সম্পন্ন এলাকা।
১	৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকা ও তদুর্ধ্ব স্কেলভূক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ	৮৫.০০ লক্ষ	৬৮.০০ লক্ষ
২	২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা ও তদুর্ধ্ব কিন্তু ৪৩,০০০-৬৯,৮৫০ টাকার নিম্নের স্কেলভূক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ	৮০.০০ লক্ষ	৬৪.০০ লক্ষ
৩	১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা স্কেলভূক্ত কর্মকর্তাবৃন্দ	৬৫.০০ লক্ষ	৫২.০০ লক্ষ
৪	১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা স্কেলভূক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৫৮.০০ লক্ষ	৪৬.০০ লক্ষ
৫	১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা ও ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা স্কেলভূক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৫০.০০ লক্ষ	৪০.০০ লক্ষ
৬	১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা, ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা, ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা ও ৯,০০০-২১,৮০০ টাকার স্কেলভূক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৪২.০০ লক্ষ	৩৩.০০ লক্ষ
৭	৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা, ৮,৫০০-২০,৫৭০ টাকা ও ৮,২৫০-২০,০১০ টাকার স্কেলভূক্ত কর্মচারীবৃন্দ	৩৫.০০ লক্ষ	২৮.০০ লক্ষ

৫(২) -বিলুপ্ত

৫(৩)গৃহনির্মাণ অগ্রিম কর্তনের মাসিক কিস্তির পরিমাণ ঋণ গ্রহণ কালীন প্রাপ্য বাড়ি ভাড়ার সমপরিমাণ হইবে।

৬। গৃহ সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত, পুনঃনির্মাণ ইত্যাদির জন্য প্রদেয় ঋণের পরিমাণ ও আদায় ইত্যাদিঃ-- (১) গৃহনির্মাণ অগ্রিম বাবদ গৃহীত ঋণ দ্বারা তৈরিকৃত/ক্রয়কৃত বাড়ির/ফ্ল্যাটের জন্য পরবর্তীতে বাড়ি সংস্কার, বর্ধিতকরণ, মেরামত, পুনঃনির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে অগ্রিম বাবদ অতিরিক্ত ঋণ প্রদান করা যাইবে, তবে সংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত অর্থের পরিমাণ গৃহীত অগ্রিম অংকের ২০(কুড়ি) শতাংশের বেশী হইবে না এবং এই ঋণ সর্বশেষ কিস্তি গ্রহণের ২(দুই) বছরের মধ্যে প্রদান করা যাইবে না। অনুমোদিত অর্থ ২(দুই) কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।

(ক) অতিরিক্ত অগ্রিম পূর্বে প্রদত্ত অপরিশোধিত অংকের সাথে অবশিষ্ট সময়সূচির মধ্যে পরিশোধযোগ্য;

(খ) তৈরী ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ঋণ পরিশোধের জন্য বর্ধিত গৃহনির্মাণ অগ্রিম এক কিস্তিতে পরিশোধ করা যাইবে;

গ) এই সুবিধা কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী ২(দুই) বারের বেশি গ্রহন করিতে পারিবেন না।

৯। গৃহনির্মাণ অগ্রিম বাবদ গৃহীত ঋণ পরিশোধ পদ্ধতিঃ-- (১) কোন কর্মচারী কর্তৃক প্রবিধান ৩ এবং ৬ এর অধীন গৃহিত অগ্রিমের মূল অর্থ ও সুদ মাসিক সমকিস্তিতে ঋণ গ্রহণকালীন প্রাপ্য বাড়িভাড়ার সমপরিমান অংকে পরিশোধযোগ্য হইবে। অপরিশোধিত বাকী অগ্রিম অথবা সুদ যদি কাহারো অবশিষ্ট থাকে তাহা সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর চূড়ান্ত নিষ্পত্তির হিসাবের সহিত সমন্বয় করিতে হইবে।

৯(২) এই প্রবিধানমালার অধীনে কর্মচারীদের গৃহনির্মাণ ঋণ সমগ্র চাকুরি জীবনে একবারের জন্য প্রদান করা হইবে।

১০। গৃহনির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদান পদ্ধতিঃ-- (১) গৃহনির্মাণ বাবদ অগ্রিম প্রদানের ক্ষেত্রে কর্মচারীদেরকে অগ্রিমের টাকা ৪(চার) কিস্তিতে প্রদান করা হইবে এবং প্রথম কিস্তি মূল অনুমোদিত অংকের চার ভাগের এক ভাগের অতিরিক্ত হইবে না। তবে, গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে বাড়ি তৈরী করার নিমিত্তে জমি ক্রয়ের জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রথম কিস্তি প্রাপ্য সিলিং এর ৬০% অথবা জমির প্রকৃত মূল্য যা কম হইবে সে পরিমান অর্থ বিতরণ করা যাইবে। অনুমোদিত অর্থ ক্রসড্ চেক/পে-অর্ডার/ডিডি এর মাধ্যমে প্রদান করা যাইবে।

১০(৩) -বিলুপ্ত

১১। তৈরীকৃত বাড়ী ক্রয়ের ক্ষেত্রে অগ্রিম প্রদান পদ্ধতিঃ-- (১) জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/তৈরী বাড়ি ক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীকে বায়নানামা সম্পন্ন করাকালীন বাড়ি বিক্রেতাকে প্রদানের উদ্দেশ্যে উক্ত বাড়ির নির্ধারিত মূল্যের কেবল মাত্র ১০% টাকা প্রদান করা হইবে এবং বাকী টাকা রেজিস্ট্রেশনের সময়ে প্রদান করা হইবে। উক্ত বায়নানামা রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে। বাকী টাকা রেজিস্ট্রেশনের সময়ে প্রদান করা হইবে। উক্ত বায়নানামা রেজিস্ট্রিকৃত হইতে হইবে।

১২। গ্যারান্টিঃ-- (১) গ্যারান্টিঃ কোন কর্মচারীর জমি ক্রয়/বাড়ি নির্মাণ/ফ্ল্যাট ক্রয়/তৈরী বাড়ি ক্রয়ের নিমিত্তে গৃহনির্মাণ ঋণ কর্পোরেশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে উক্ত কর্মচারীকে কর্পোরেশনের ১(এক) জন সমপদ বা উচ্চতর পদের স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীর নিকট হইতে গ্যারান্টি গ্রহণ করিতে হইবে এবং কর্পোরেশনের অনুকূলে উল্লিখিত জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ির রেজিষ্টার্ড বন্ধকীকরণ কাজ সমাপ্ত হইতে হইবে। এরপর উক্তরূপ সাময়িক গ্যারান্টি অবমুক্ত করা যাইবে। একজন কর্মকর্তা-কর্মচারী একাধিক ঋণ গ্রহীতার গ্যারান্টার হইতে পারিবেন না।

১২ (২) রেজিস্টার্ড বন্ধক – কর্পোরেশন হতে অনুমোদিত গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ঋণ গ্রহণের পর ঋণ গ্রহীতার নামে জমি /ফ্ল্যাট/তৈরী বাড়ি রেজিস্ট্রেশনের ছয় মাসের মধ্যে অবশ্যই কর্পোরেশনের অনুকূলে উল্লিখিত জমি/ফ্ল্যাট/বাড়ির রেজিষ্টার্ড বন্ধকীকরণ করিতে হইবে।

১৮। ঋণের টাকা আদায় পদ্ধতিঃ-- (৫) চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলেঃ

কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী চাকুরিরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিলে তাহার পারিবারিক অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া বিশেষ বিবেচনায় এসংক্রান্ত সরকারী নীতমিালার আলোকে গৃহ নির্মাণ অগ্রিমের উপর আরোপিত সুদ মওকুফের প্রস্তাব কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ বিবেচনা করিতে পারিবে।

২৯। ঋণ আবেদন বিবেচনাকরণ প্রক্রিয়া - গৃহ নির্মাণ ঋণের জন্য প্রাপ্ত আবেদনপত্র ও তৎসংযুক্ত প্রয়োজনীয় দলিলাদি প্রাপ্তির পর বিভাগীয়ভাবে তা যাচাই-বাছাই করতঃ সংশ্লিষ্ট জমি/বাড়ি/ফ্ল্যাট পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করিতে হইবে। প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট দলিলাদি আইনজীবীর নিকট যাচাইয়ের জন্য প্রেরণ করতঃ তাঁর মতামত গ্রহণ করিতে হইবে। পরিদর্শন প্রতিবেদন, আইনজীবীর মতামত, মানব সম্পদ বিভাগ কর্তৃক সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর শৃঙ্খলা বিষয়ক তথ্যাদি এবং ঋণ পরিশোধ যোগ্যতা যাচাইয়ের নিমিত্ত সংশ্লিষ্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত মতামতের আলোকে গৃহ নির্মাণ অগ্রিম ঋণ আবেদন বিবেচনা/বাতিল করা হইবে।

কর্পোরেশনের আদেশক্রমে

সৈয়দ বেলাল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সৈয়দ বেলাল হোসেন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
সাধারণ বীমা কর্পোরেশন